ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৫২/ No. 52
ভাদ্র ১৪১৮/ সেপ্টেম্বর ২০১১
Bhadra 1418/ September 2011

ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার দুটি ইউনিয়নের উপর একটি সমীক্ষা

মোসাঃ সানজিদা খাতুন[১]
মোঃ রেজাউল করিম[২]
মোঃ জুয়েল হোসেন দেওয়ান[৩]

Abstract: *Local government plays a vital role to practice democracy in a country. Union Council is the only elected rural government in Bangladesh. According to democratic practice, elected Union Council is a government ruled by the body of representatives. If the activities of union council are to be conducted in democratic way, it is necessary to render power upon elected representatives as well as to apply sophisticated, pragmatic and suitable rules and the methods of liability. This article is just an outcome of an attempt to look into the project preparation and implementation process of the Union Parishad and the problems of implementation keeping in view to find the ways out.*

ভূমিকাঃ

একটি দেশের উন্নয়নে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সেই দেশের স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের একমাত্র নির্বাচিত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার হল ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের বাস্তবমুখী নীতি এবং ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখেই ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য পর্যায়ক্রমে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। গ্রামীণ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট তিনটি সংরক্ষিত আসনে তিনজন নারী সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ) ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট তিনটি সংরক্ষিত আসনে তিনজন নারী সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়েছে।

---

১ পি-এইচ, ডি গবেষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, Email- sanjida.chapa@yahoo.com

২ পি-এইচ, ডি গবেষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

৩ এম, ফিল গবেষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা,

সমীক্ষার প্রাথমিক অনুকল্পসমূহ:

এই সমীক্ষা পরিচালনায় নিম্নলিখিত অনুকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-

১) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সবসময় জনস্বার্থ বিবেচিত হয় না;

২) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও কারিগরি সক্ষমতা না থাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকায় সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পগুলোকে কার্যকর করতে গিয়ে পরনির্ভরশীল হয় বিধায় দুর্নীতির জন্ম হয় এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য:

এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারছে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা। এই লক্ষ্যে বর্তমান সমীক্ষায় নিম্নে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে:

- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ জনস্বার্থ বিবেচনা করছে কিনা তা অনুসন্ধান করা;
- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে কিনা তা দেখা;
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও কারিগরি সক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের আছে কিনা তা যাচাই করা;
- ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব আয় থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে কি না তা জানা;
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া;
- প্রকল্পের ধরন সম্পর্কে অবগত হওয়া;
- সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত দুটি ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক খাত বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা; এবং
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা।

সমীক্ষার সময়ঃ

জানুয়ারী ২০০৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহের ২০০০-২০০৫ অর্থ–বছরের তথ্যকে গবেষণার মূল উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে ২০০৫-২০১০ থেকে ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতাঃ

বর্তমান সমীক্ষার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা প্রায় ৪,৫০০টি। কেবল দু'টি ইউনিয়ন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত কঠিন। এ ধরনের একটি বড় বিষয়ের জন্য সারাদেশ থেকে আরো অনেক বেশি সংখ্যক ইউনিয়ন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, একটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োজনীয় সকল অর্থ বছরের তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সমীক্ষা থেকে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরো বড় কোন গবেষণায় বর্তমান সমীক্ষা থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে।

সমীক্ষার যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশের মত গ্রাম-প্রধান দেশে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বসবাস সেখানে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা এবং এর স্বরূপ কেমন তা অধ্যয়ন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদিত হলে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ক্ষমতার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হবে, অন্য দিকে তেমনি জাতীয় সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাত্রা এক্ষেত্রে কতটুকু তা বের হয়ে আসবে। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে আরো অধিকতর কার্যকরি করে গ্রামীণ জনগণের সামগ্রিক কল্যাণকে ত্বরান্বিতকরণের প্রয়াসে এই সমীক্ষাটি একটি যৌক্তিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী সমীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীন ভারতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে গ্রামসভা নামে অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন গ্রামের যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনা করতো । গুপ্ত আমলে সাম্রাজ্য ভুক্তি, সিহে, মণ্ডল, বিথী ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রতি স্তরে রাজার দ্বারা তারা জমি ক্রয়-বিক্রয় ও খাজনা আদায় করতো। মোঘল শাসনামলে স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্রতম স্তর ছিল মহাল— যা আজকের ইউনিয়নের মত। মহালের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব আদায়। তখন স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম

পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক আরোপিত কর আদায় করতো। গ্রাম পঞ্চায়েত মূলত স্থানীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য কর আদায় করতো।[১] ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের ক্ষমতা দখলের পর এই স্থানীয় সরকারের নানাবিধ পরিবর্তন আসে। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ৭নং আদেশ বলে (স্থানীয়) ইউনিয়ন কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল কমিটি ভেঙ্গে দেন। উক্ত আদেশ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নামে নামকরণ করা হয় এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[২] ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন সংবিধানে কার্যকর হয়। উক্ত সংবিধান বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২২ নং আদেশ বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে 'ইউনিয়ন পরিষদ' নামকরণ করা হয়।[৩]

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা:

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ঘরবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কর

আরোপ করতে পারে। তবে কর আরোপের পূর্বে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।[৪] প্রকৃতপক্ষে এই উৎস থেকে ইউনিয়ন পরিষদের তেমন কোন আয় নেই। অর্থের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। সরকার যে পরিমাণ অর্থ দেয় তা ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজন বিবেচনা করে দেয় না। আবার যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় প্রয়োজন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ তাও খরচ করতে পারে না। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মী নিয়োগের ক্ষমতাও নেই। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন মাত্র সচিব আছে যার উপর ইউনিয়ন পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা স্বাধীন নয়। কারণ তাদের আর্থিক সক্ষমতা নেই। ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ পায় হয় ঠিক ততটুকু প্রকল্পই গ্রহণ করতে পারে। এতে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে না। প্রকল্প

---

১ Ahmed, A.j. Minajuddin, 'Local Government in Action, A case study of Mirazpur Union Parishad,' Vol.19, No.1, RDA Bogra, 1988.P.p.7-11.

২ Sidney webb in jhon Matthai, Village Government in British India, Delhi: Neerway Publishing house, 1983, p.ix; 'স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' দৈনিক সংবাদ, ৩০-১০-১৯৮৩

৩ For detail, phase see, Government of the people Republic of Bangladesh Mnsitry of local government, Rural Developmentand cooperatives, The Swanirvar Gram Sarkar.(Constitution and Administration) Rules, 1980; মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী, 'গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনা' বার্ড, কুমিল্লা ১৯৯১, পৃ.১২-১৪।

৪ রহমান, মোঃ মকসুদুর, 'বাংলাদেশের গ্রাম স্বায়ত্ত শাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ ইউনিয়ন পরিষদ প্রসংগ' ১৯৭১-৮৩, 'সমাজ নিরীক্ষণ, অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ.১০-১৩; For detail, on the models, see, Mahammed Mohabbat Khan and Bangladesh; Trends and Issues.Dhaka; Center for Administratio,1941,Pp.153-158

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কারিগরি জনবল ইউনিয়ন পরিষদের নেই। কারিগরি জনবলের জন্যও ইউনিয়ন পরিষদকে সরকারি দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। এক কথায় ইউনিয়ন পরিষদের কারিগরি সক্ষমতা নেই। ইউনিয়ন পরিষদের উপর ৪০টি কার্যাবলী ন্যস্ত করা হয়।[৫] প্রধান কাজগুলি জনকল্যাণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব উন্নয়নমূলক এবং বিচার বিভাগীয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ বিধির অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী ছাড়াও অনেক অনির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। যেমন,জাতীয় সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র, জন্ম-মৃত্যুর সনদপত্র ইত্যাদি দেয়া এবং আদমশুমারি কাজে সহায়তা করা। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ কি কি কাজ করবে তা ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ পরিবর্তনের ফলে এর নিজস্ব আয়ের উৎসের পরিবর্তন ঘটেছে। এ আদেশ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর রাজস্ব, প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনসহ মোট ১০টি বাধ্যতামূলক ও ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।[৬]

সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের বৈশিষ্ট্যঃ

(ক) বাঙ্গালা:

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার অন্তর্গত বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ ১৯২৭ সালে স্থাপিত হয় এর মোট জনসংখ্যা ৫১১৩৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭০০১ জন এবং মহিলা ২৪১৩৪ জন। গ্রাম/মৌজার সংখ্যা ২৮টি। মোট পাকা রাস্তা ৩৪ বর্গ কিলোমিটার, কাঁচা ৫০ বর্গ কিলোমিটার এবং হেরিংবোন ৮ কিলোমিটার।[৭]

(খ) রামকৃষ্ণপুর

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ২৫৯৪১ জন এবং মহিলা ২৩৪৩৫ জন। গ্রাম/মৌজার সংখ্যা ২৩টি এবং আয়তন ৭৮০ বর্গমাইল। মোট রাস্তার মধ্যে পাকা সাড়ে দশ মাইল, কাঁচা ৩৫ মাইল।[৮]

---

৫ Faizullah, Md. 'Perspective of Local Level Planning in Bangladesh' The Journal of Local Government. 11.2 (1982) 30-51, NILG, Dhaka, Pp.7-13.

৬ Siddiqui, Kamal (ed). Local Government in Bangladesh. NILG, Dhaka, 1994, Pp.13-16; Dr. Siddiqui Kamal, (ed). Local Government in Bangladesh, Dhaka: University Press Limited, 1994, Pp.25-26.

৭ Government of the People's Republic of Bangladesh" Report of The Local Government Structure review Commission, 1972, Pp. 28-29; The Local Government Ordinance, NILG, Dhaka, 1976.

৮ Md.Aftabuddin Khan; 'Function of Union Parishad' The Journal of Local Government, Vol,no. 23.1. NILG, Dhaka, 1994, Pp.7-10: স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, এন,আই, এলজি, ১৯৮৩

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ:

গ্রাম-প্রধান এই বাংলাদেশের গণমানুষের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। তাই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা মুষ্টিমেয় কতিপয় সুবিধাভোগীর জন্য নয় সর্বসাধারণই হবে এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। তাই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

ক) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সর্বসাধারণের আর্থ –সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে;

খ) মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর হবে;

গ) পরিবেশের কোন ক্ষতি করবে না বরং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকবে;

ঘ) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি বা নৌ চলাচলে কোন বিঘ্ন ঘটবে না;

ঙ) মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিবহন/যোগাযোগ,ফসল উৎপাদন, সেচ সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।[৯]

প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া:

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত দুটি ইউনিয়ন পরিষদেরই প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। অর্থ বছর শুরু হওয়ার পূর্বেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওয়ার্ডসমূহের সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদ দপ্তরে জমা দেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করেন। থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।[১০]

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের ধরন:

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রতিটি অর্থবছরে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এর মধ্যে রাস্তা মেরামত ও সংস্কার, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, সাঁকো, নামাজখানা নির্মাণ ইত্যাদি ধরনের প্রকল্পের সংখ্যাই বেশি।[১১]

---

৯ ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক বিষয়' এন.আই.এলজি, ১৯৯৮, ঢাকা; For detail see, Local Government, (Gram Parishad) Act, 1997.

১০ A.K.Shamsul Haque,"Traning for Local Government Fanctionaries in Bangladesh" The Journal of Local Government, Vol, no. 30.1. NILG, Dhaka, 2001, Pp.1-11.

১১ Khan, Md. Aftabuddin, Op, Cit. , P.13.

সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নিজস্ব আয়ঃ

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে ৫টি বিষয়ের উপর কর আরোপ ও আদায় করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ।[১২] পরবর্তীতে ১৯৯৩ সনে ৬টি বিষয়ের উপর কর রেট ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয় ।[১৩] এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদকে আরো স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সনে সরকার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১%এর অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।[১৪] বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

১) ঘরবাড়ি-এর বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা ইউনিয়ন রেট যা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য;

২) পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির উপর কর;

৩) সিনেমা, নাটক, থিয়েটার প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ কর;

৪) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য ফি;

৫) ইউনিয়ন সীমানার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট–বাজার এবং ফেরী ঘাট হতে ফি (লীজমানি) এবং

৬) স্থাবর সম্পত্তি করের ১% অংশ ।[১৫]

ইউনিয়ন পরিষদের কর আদায়ের হারঃ

ক্ষমতা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদগুলো কর দাবি ও আদায় করে থাকে। সমীক্ষাভূক্ত বাঙ্গালা ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ দুটিতে ৪ বছরের কর আদায় হারের মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। যা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হল-

সারণি–১

সন	ইউনিয়ন পরিষদ	
	বাঙ্গালা	রামকৃষ্ণপুর
২০০৫–২০০৬	৬০.৪১	৬৩.৩২
২০০৬–২০০৭	৬৬.৪৩	৬৮.২৬
২০০৭–২০০৮	৫৮.৪০	৫৩.৯২
২০০৮-২০০৯	৫৫.৫১	৫৪.৯১

উৎসঃ রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য

১২ Hasnat Abdul Hye, (ed.), Decentralization of local Institution and Resource Mobilization, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, Bangladesh, 1985, Pp.10-19.

১৩ The Local Government (Gram Parishads) Act, 1997, (Act no.21 of 1997) is hereby repealed.

১৪ Powel Baden, Land Revenue and Tenure in British India, Oxford: Oxford University Press, 1907, p.98.

১৫ Md. Afsar Hossain Saqui, Swanirvar Gram Sarkar in Four Villages of Bangladesh, Dhaka: National Institute of Local Government, 1994, Pp.6-7.

সমীক্ষাভুক্ত বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদে ২০০৫−২০০৬ সনে সর্বোচ্চ ৬৬.৪৩% কর আদায় হয়েছে। অপরদিকে, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদে ২০০৫−২০০৬ সনে সর্বোচ্চ ৬৮.২৬% কর আদায় হয়েছে। ২০০৭−২০০৮ সনে বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে কম ৫৫.৫১% কর আদায় হয়েছে এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে কম ৫৩.৯২% কর আদায় হয়েছে ২০০৭−২০০৮ সনে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও জনগণের আন্তরিকতার উপর কর আদায়ের পরিমাণ নির্ভর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কর প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রচারণার দ্বারা জনগণকে সচেতন করার সৃষ্টির গুরুত্ব অনেক বেশি।

করের দাবি ও আদায়:

সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ দুটির ৪ বছরে যে পরিমাণ করের দাবি করে তার চেয়ে অনেক কম কর আদায় করতে পারে। সারণি ২ তে দুটি ইউনিয়ন পরিষদের করের দাবি এবং তার আদায়ের পরিমাণ তুলে ধরা হল:

সারণি−২

সন		বাঙ্গালা			রামকৃষ্ণপুর	
	দাবি	আদায়	বকেয়া	দাবি	আদায়	বকেয়া
২০০৫−২০০৬	৮,৬০,২১০	৫,৪০,৬১৩	৩১,৯৫,৯৭	৭,৭০,৩২০	৪,৪০,১১৫	৩,৩০,২০৫
২০০৬−২০০৭	৮,৩০,২২৫	৪,৩০,১১৫	৪,০০,১১০	৭,৭০,৩২০	৪,৪১,২০৩	৩,২৯,১১৭
২০০৭−২০০৮	৮,১৫,২০৫	৪,১৪,৫১০	৪,০০,৬৯৫	৭,৮০,২১০	৪,১৮,০২০	৩,৬২,১৯০
২০০৮−২০০৯	৮,৯৫,৮২১	৪,২২,১২৫	৪,৭৩,৬৯৬	৭,৮০,২২০	৪,২৮,০২৩	৩,৫২,১৯৭
মোট	৩৪,০১,৪৬১	১৮,০৭,৩৬৩	১৫,৯৪,০৯৮	৩,১০,১,০৭০	১৭,২৭,৩৬১	১৩,৭৩,৭০৯

উৎস: রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য

উপর্যুক্ত সারণিতে লক্ষ করা যায় যে, বাঙ্গালা ২০০৮−২০০৯ সনে সর্বোচ্চ করের দাবি ছিল ৮,৯৫,৮২১ টাকা, আদায় হয়েছে ৪,২২,১২৫ টাকা, বকেয়া ছিল ৪,৭৩,৬৯৬ টাকা। অর্থাৎ আদায়ের পরিমাণ অনেক কম। পক্ষান্তরে, রামকৃষ্ণপুর চার বছরে মোট কর আদায়ের দাবি ছিল ৩১,০১,০৭০ টাকা। সর্বোচ্চ কর আদায় হয়েছে ২০০৬−২০০৭ সনে ৪,৪১,২০৩ টাকা এবং বকেয়া ছিল ৩,২৯,১১৭ টাকা। আবার বাঙ্গালা ইউনিয়ন ২০০৮−২০০৯ সনে করের দাবি ছিল ৮,৯৫,৮২১ টাকা, আদায় হয়েছে ৪,২২,১২৫ টাকা। সুতরাং উপর্যুক্ত সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতি বছরের করের দাবি যে পরিমাণ ধরা হয় প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ সে তুলনায় কম।

সরকারি অনুদান ও নিজস্ব আয়:

ইউনিয়ন পরিষদগুলো প্রতিবছর প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে। চার বছরে দুটি ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি অনুদানের পাশাপাশি নিজস্ব আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নের সারণিতে ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি অনুদানের পাশাপাশি নিজস্ব আয়ের পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখানো হল-

সারণি –৩

সন		বাঙ্গালা		রামকৃষ্ণপুর		
	নিজস্ব আয়	সরকারি অনুদান	মোট (%)	নিজস্ব আয়	সরকারি অনুদান	মোট (%)
২০০৫–২০০৬	৫,৪০,৬১৩	৩,৩৬,১০০	৮,৭৬,৭১৩ (৮৫%)	৪,৪০,১১৫	২,২৩,২৪০	৬৬৩৩৫৫ (৬৩%)
২০০৬–২০০৭	৪,৩০,১১৫	৩,২০,২১৫	৭,৫০,৩৩০ (৮১%)	৪,৪১,২০৩	১,২০,৩৩১	৫,৬১৫,৩৪ (৫২%)
২০০৭–২০০৮	৪,১৪,৫১০	২,২১,৩২০	৬,৩৫,৮৩০ (৫৬%)	৪,১৮,০২০	২,২৩,৮০১	৬৪,১,৮২১ (৬৩%)
২০০৮–২০০৯	৪,২২,১২৫	৩,১২,৫০১	৭,৩৪,৬২৬ (৪৮%)	৪,২৮,০২৩	২,৫৭,২১০	৬,৮৫,২৩৩ (৫৮%)
মোট	১৮,১৭,৪৬৩	১১,৯০,১৫৬		১৭,২৮,৩৬১	৮,২৪,৫৮২	

উৎস: রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য

সারণি-৩ এ লক্ষ করা যায় যে, বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৫–২০০৬ সনে ৮৫% আয় করেছে। অথচ ২০০৮–২০০৯ সনে আয় করে মাত্র ৪৮%। আবার ২০০৬–২০০৭ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮১%, কিন্তু ২০০৭–২০০৮ সনে তা নেমে, এসেছে ৫৬% এ। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৫–২০০৬ সনে নিজস্ব আয় করেছে ৬৩% এবং কিন্তু পরবর্তী তিন বছরে আয় করেছে যথাক্রমে ৫২%, ৬৩%, ৫৮%। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কর আদায় ও অন্যান্য ফি হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর নির্ভর করে। সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নিজস্ব আয় আশাব্যঞ্জক মনে করা যেতে পারে।

উন্নয়ন খাতে নিজস্ব আয় হতে ব্যয়:

সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদগুলো উন্নয়ন খাতে নিজস্ব আয় হতে ব্যয় করে থাকে। তাই সমীক্ষাভুক্ত বাঙ্গালা ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ দু'টির ২০০৫ হতে ২০০৯ সাল এই ৪ বছর পর্যন্ত নিজস্ব আয় হতে উন্নয়ন খাতে কতটুকু ব্যয় করেছে তা নিম্নের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি–৪

সন	বাঙ্গালা			রামকৃষ্ণপুর		
	নিজস্ব আয়	ব্যয়	অবশিষ্ট	নিজস্ব আয়	ব্যয়	অবশিষ্ট
২০০৫-২০০৬	৫,৪০,৬১৩	৫,৩০,৫১২	১০,১০১	৪,৪০,১১৫	৪২০১২৩	১৯,৯৯২
২০০৬-২০০৭	৪,৩০,১১৫	৩,৮০,২১৫	৪৯,৯০০	৪,৪১,২০৩	৪২০১০২	২১,১০১
২০০৭-২০০৮	৪,১৪,৫১০	৩,২৩,৩২৫	৯১,১৮৫	৪,১৮,০২০	৪০৪০১০	১৪,০১০
২০০৮-২০০৯	৪,২২,১২৫	৪,১৩,১০০	৯,০২৫	৪,২৮,০২৩	৪১৪২১৩	১৩,৮১০
মোট	১৮,০৭,৩৬৩	১৬,৪৭,১৫২	১,৬০,২১১	১,৭২৭,৩৬১	১৬৫৮৪৪৮	৬৮,৯১৩

উৎস: রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য

এ সারণিতে লক্ষ করা যায় বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৫-২০০৯ এই ৪ বছরে মোট আয় করে ১৮,০৭,৩৬৩ টাকা। আর উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে ১৬,৪৭,১৫২ টাকা। অবশিষ্ট থাকে ১,৬০,২১১ টাকা। আবার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন নিজস্ব আয় হতে ব্যয় করে ১৭;২৭,৩৬১ টাকা। অবশিষ্ট থাকে ৬৮,৯১৩ টাকা। বিশ্লেষণে বলা যায় নিজস্ব আয় হতে ইউনিয়ন পরিষদ দুটি যে ব্যয় করেছে তা সন্তোষজনক।

নিজস্ব আয় দ্বারা সম্পন্ন প্রকল্প:

ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজস্ব আয় হতে প্রকল্প গ্রহণ ও সম্পন্ন করে থাকে। সমীক্ষাভুক্ত বাঙ্গালা ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ দুটি নিজস্ব আয় দ্বারা কত টাকার কি কি প্রকল্প গ্রহণ ও সম্পন্ন করেছে তা তুলে ধরা হল-

সারণি –৫

সন		বাঙ্গালা			রামকৃষ্ণপুর	
	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের পরিমাণ	প্রকল্পে নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের পরিমাণ
২০০৫-২০০৬	রাস্তার উন্নয়ন ও কালভার্ট নির্মাণ	২৪০২১২	২,২১,২০১	-	-	-
২০০৬-২০০৭	কালভার্ট নির্মাণ, মাটি ভরাট ও রাস্তা নির্মাণ সংস্কার	১২০৩৪১	১,১২,০৩১	রিং তৈরী ও রাস্তায় বসানো	৩,২০,১২০	৩,২০,০২০
২০০৭-২০০৮	রাস্তা নির্মাণ মেরামত ও বৃক্ষরোপণ	২৪৫২১০	২,৩০,১২১	রিং তৈরী ও রাস্তায় বসানো	২,১০,২১০	২,০০১০২
২০০৮-২০০৯	বিনোদপুর বাজার সংস্কার ও মসজিদ উন্নয়ন	৩৩৩২০১	৩,৩০,০০১	রাস্তায় রিং বসানো, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, রাস্তায় রিং বসানো, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ	১,২৫,১২০	১,২৫,১২০

উৎস: রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য

সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্যে রামকৃষ্ণপুর সর্বোচ্চ ৩টি এবং বাঙ্গালা ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। রামকৃষ্ণপুর ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টিই ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার মেরামত সংক্রান্ত। সারণিতে আরো লক্ষণীয় যে, বাঙ্গালা ইউনিয়নের ৪টি প্রকল্পই রাস্তা সংক্রান্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজস্ব আয় দ্বারা যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তার মধ্যে কর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রকল্প নেই। অথচ বর্তমানে কর্মসংস্থান-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। তাই এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সরকারি অনুদান দ্বারা সম্পন্ন প্রকল্পঃ

ইউনিয়ন পরিষদগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ দুটি সরকারি অনুদান হতে কত টাকার কি কি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল-

সারণি–৬

সন	রামকৃষ্ণপুর			বাঙ্গালা
	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়কৃত অর্থ	তথ্য পাওয়া যায় নাই
২০০৫-২০০৬	মধুপুর গ্রামের নলকুপ স্থাপন	১,৪০,০০০	১,৪০,০০০	-
"	ধানকুন্টি বাজার উন্নয়ন	৮০,০১০	৮০,০১০	-
২০০৬-২০০৭	পুকুরপাড় নলকূপ স্থাপন ও পুকুরপাড় হতে উনুখা রাস্তা নির্মাণ	৯৩,১০০	৯৩,১০০	-
"	ঝুরঝুরি রাস্তা মেরামত	৯৮,০১০	৯৮,০১০	-
২০০৭-২০০৮	পাচান হতে মহিষলুটি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৮৮,০০০	৮৮,০০০	-
"	বনানী বাজারের মসজিদ নির্মাণ	১,১২,০০০	১,১২,০০০	-
২০০৮-২০০৯	সান্তা-আরকান্দি রাস্তা সংস্কার	৬৭,০১০	৬৭,০১০	-
"	হাজির হাট হতে হরিণচরা রাস্তা সংস্কার	১,০০০০০০	১,০০০০০	-
"	কামারসন পুকুর সংস্কার	৮৭,০০০	৮৭,০০০	-

উৎসঃ রামকৃষ্ণপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রাপ্ত

সমীক্ষাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ দুটির মধ্যে শুধু রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ সরকারি অনুদান দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাঙ্গালা ইউনিয়ন হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৫ হতে ২০০৯ সন পর্যন্ত যে নয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তা সবগুলোই ছিল রাস্তা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ এবং নামাজখানা ও মাজার উন্নয়ন, নলকূপ স্থাপন, পুকুর সংস্কার। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব জানান যে, তাদের এলাকায় সরকারি অনুদানে যে কয়টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও অনুমোদনের পর প্রকল্পের কাজ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার আদেশে শুরু করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পে কমপক্ষে ৩ ধাপে কাজের গম/অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ও কাজ সম্পন্ন করা হয়। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সরকারিভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কি না তা যাচাই করার পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির অনুকূলে সর্বশেষ ডি,ও প্রদান করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের মতামতঃ

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবের মতামত হতে জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন হয় ইউনিয়ন পরিষদের সুপারিশক্রমে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অর্থের প্রকল্পসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন করে উপজেলা পরিষদের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। তাঁরা বলেন, ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত এল, জি, ই, ডি'র প্রকল্পসমূহ এল, জি, ই, ডি কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন ও থানা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ইউনিয়ন পরিষদ বাস্তবায়ন করে। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন, নিজস্ব অর্থের পরিমাণ কম থাকায় এবং আশানুরূপ সরকারি অনুদান পাওয়া যায় না বিধায় কর্মসংস্থান বা উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহঃ

১) পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব

ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে বার্ষিক কোন পরিকল্পনা তৈরি করা হয় না। ফলে এলাকার প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকায় যাবতীয় তথ্য পাওয়া গেলে প্রকল্প বাছাই বা গ্রহণ করা সহজতর হয়। ইউনিয়ন পরিষদসমূহে এরূপ তথ্য সংগ্রহের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না।

২) কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকবলের অভাব

প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান হলেও ইউনিয়ন পরিষদে এখনও চাহিদা-ভিত্তিক লোক নেই। শুধু দাপ্তরিক কাজের জন্য একজন সচিব রয়েছেন। এর ফলে কারিগরি কাজের জন্য বিশেষ করে ইউনিয়নের ম্যাপ কিংবা কোন রাস্তার নকশা তৈরি প্রভৃতি কাজে উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের শরণাপন্ন হতে হয়। যার ফলে অদ্যাবধি অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব কোন প্লান বুক (plan book) নেই।

৩) অতিরিক্ত কাজের চাপ

ইউনিয়ন পরিষদের লোকবল কম কিন্তু কাজের চাপ অনেক বেশি। একজন সচিবকেই পরিষদের সব কাজ করতে হয়। এর মধ্যে মন্ত্রণালয় কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় এখন অনেক বেশি। তাই তাঁরা ইউনিয়নের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন না।

৪) যথাসময়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় না

এলাকায় উন্নয়নের জন্য যথাসময়ে প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, সরকার কর্তৃক যখন গম/অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তখন আর প্রকল্প গ্রহণের সময় থাকে না। গ্রীষ্মকালীন প্রকল্প বর্ষাকালে বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদগুলোর অধিকাংশ প্রকল্প মাটি ভরাট বা সাঁকো নির্মাণ ধরনের হয়ে থাকে যা বর্ষাকালে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ফলে, অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ অসামাপ্ত থেকে যায়।

৫) রাজনৈতিক প্রভাব

ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট কাজ করে। চেয়ারম্যানের প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও স্থানীয় এমপি তাঁর এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে কোন কিছুই অবগত করা হয় না বলে জানা যায়। ফলে সংশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

৬) তদারকির অভাব

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ কর ধার্য ও আদায় করতে পারেন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা তাকে দেয়া রয়েছে। কিন্ত পরিষদ যখন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে যায় তখন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হয়। যেহেতু সরকারি অনুদানে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, তাই স্থানীয় প্রশাসন তদারকির ক্ষমতা পেয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান /সদস্য প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হলেও স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ-বহির্ভূত কোন কিছুই করতে পারেন না।

সুপারিশসমূহ:

মাঠ জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পল্লী উন্নয়নের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সব বাধার সম্মুখীন হয় সে সকল বাধার আলোকে নিম্নে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হল: -

১. ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং যথাযথ তদারকীর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের যথাসাধ্য অনুদান আহ্বান করা যেতে পারে।

২. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মচারীদের কাজের দায়িত্ব কর্মকৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য সরকারি ও বিভিন্ন

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা এবং উন্নয়নমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি দফতরসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দ্যেগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য, নারী সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড অথবা পাড়া ভিত্তিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক্ষ যোগাযোগ থাকতে হবে।

৬. সমীক্ষাভুক্ত ইউনিযন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য স্বল্প শিক্ষিত। সুতরাং প্রকল্প গ্রহণও বাস্তবায়নে তাদের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. সমীক্ষাকৃত দুটো ইউনিয়ন পরিষদেই দেখা গেছে যে, নিজস্ব আয় দ্বারা যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রকল্প নেই। সেজন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮. প্রকল্পের কাজের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়মত ছাড় করা প্রয়োজন।

৯. সরকারি অনুদান চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হলে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তাই নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি সরকারি অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১০. যেহেতু কারিগরী কাজের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে অন্যান্য দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয় তাই ইউনিয়ন পরিষদসমূহে কারিগরী জ্ঞান বিশিষ্ট লোক নিয়োগ প্রয়োজন; এবং

১১. প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে বেশি করে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উপসংহারঃ

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগণের শিক্ষা,স্বাস্থ্য,সামাজিক, আর্থিক, অবকাঠমো উন্নয়ন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় জনগনের চাহিদার ভিত্তিতে দীর্ঘ বা স্বল্প মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয় না। ফলে, আজও গ্রামীণ জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনা স্থানীয় জগণের ভাগ্যোন্নয়নে কোন অবদান রাখতে পারছে না। এ পর্যায়ে স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে আরও সচেষ্ট হতে হবে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে দক্ষ ও কারিগরী জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শেষে বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদগুলো যদি সরকারি অনুদানের সাথে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারে তবে গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদগুলো কর্মসংস্থান বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

উৎস:

ইউনিয়ন পরিষদ: মৌলিক বিষয়' এন.আই.এলজি, ১৯৯৮, ঢাকা; For detail see, Local Government, (Gram Parishad) Act, 1997.

রহমান, মোঃ মকসুদুর, 'বাংলাদেশের গ্রাম স্বায়ত্ত শাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ ইউনিয়ন পরিষদ প্রসংগ' ১৯৭১-৮৩, 'সমাজ নিরীক্ষণ, অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ.১০-১৩; For detail, on the models, see, Mahammed Mohabbat Khan and Bangladesh; Trends and Issues. Dhaka; Center for Administratio, 1941, Pp.153-158.

Ahmed, A.j. Minajuddin, 'Local Government in Action, A case study of Mirazpur Union Parishad,' Vol.19, No.1, RDA Bogra, 1988.P.p.7-11.

A.K.Shamsul Haque,"Traning for iocal Government Fanctionarice in Bangladesh" The Journal of Local Government, Vol, no. 30.1. NILG, Dhaka, 2001, Pp.1-11.

Sidney webb in jhon Matthai, Village Government in British India, Delhi: Neerway Publishing house, 1983, p.ix; 'স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' দৈনিক সংবাদ, ৩০-১০-১৯৮৩ ইং।

For detail, pease see, Government of the People Republic of Bangladesh Mnsitry of Local Government, Rural Developmentand cooperatives, The Swanirvar Gram Sarkar.(Constitution and Administration) Rules, 1980; মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী, 'গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনা' বার্ড, কুমিল্লা ১৯৯১ ইং, পৃ.১২-১৪।

Faizullah, Md. 'Perspctive of Local Level Planning in Bangladesh' The Journal of Local Government.11.2 (1982) 30-51, NILG, Dhaka, Pp.7-13.

Siddiqui, Kamal (ed).Local Government in Bangladesh. NILG, Dhaka, 1994, Pp.13-16;Dr. Kamal Siddiqui, (ed).Local Government in Bangladesh, Dhaka: Univrsity Press Limited,1994,Pp.25-26.

"Government of the peoples Republic of Bangladesh" Report of The Local Government Structure review Commission, 1972,Pp. 28-29; The local Government Ordinance, NILG, Dhaka, 1976.

Md. Aftabuddin Khan; 'Function of Union Parishad' The Journal of Local Government, Vol,no. 23.1. NILG, Dhaka, 1994, Pp.7-10: স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, এন,আই, এলজি, ১৯৮৩।

Khan, Md. Aftabuddin, Op, Cit. , P.13.

Hasnat Abdul Hye, (ed.), Decentralization of local Institution and Resource Mobilization, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, Bangladesh, 1985,Pp.10-19.

The Local Government (Gram Parishads) Act, 1997, (Act no.21 of 1997);

Powel Baden, Land Revenue and Tenure in British India, Oxford: Oxford University Press, 1907, p.98.

Md. Afsar Hossain Saqui, Swanirvar Gram Sarkar in Four Villages of Bangladesh, Dhaka: National Institute of Local Government, 1994, Pp.6-7.